ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৯১৬
আগরতলা, ৩০ নভেম্বর, ২০২৩

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের দারিদ্র দূরীকরণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাগৃহে গতকাল জিলা পরিষদের দারিদ্র দূরীকরণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য। উপস্থিত ছিলেন স্থায়ী কমিটির সদস্য-সদস্যাগণ ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের আগরতলা ২নং বিভাগের আধিকারিক জানান, জল জীবন মিশনে চলতি অর্থ বছরের নভেম্বর পর্যন্ত ৫৫ হাজার ৪৭টি বাড়িতে পাইপ লাইনে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এজন্য পাইপ লাইন সম্প্রসারণ করা হয়েছে ২১৪.৪৮৭ কিলোমিটার। এছাড়া এবছর নতুন ১১টি গভীর নলকূপ খনন করা হয়েছে। ৪৫টি গভীর নলকূপ চালু করা হয়েছে। ৭৫টি স্মলবোর খনন ও চালু করা হয়েছে। আয়রণ রিম্যুভাল প্ল্যান্ট চালু করা হয়েছে ৫৩টি। এই দপ্তরের জিরানীয়া বিভাগের আধিকারিক জানান, চলতি অর্থবছরের নভেম্বর পর্যন্ত জল জীবন মিশনে জিরানীয়া ডিভিশনের অন্তর্গত ৪টি ব্লকের ১১,৪৮৮টি বাড়ির মধ্যে ৫০৪২টি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ৬৪৪৬টি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ চলছে। এছাড়া এই চারটি ব্লক এলাকায় ২৮টি নতুন গভীর নলকূপ খনন ও ৪২টি গভীর নলকূপ চালু করা হয়েছে। ১০০টি স্মলবোর খনন ও চালু করা হয়েছে। ৪৫টি আয়রণ রিম্যুভাল প্ল্যান্টও চালু করা হয়েছে। মৎস্য বিভাগের আধিকারিক জানান, চলতি অর্থবছরে জেলার ৫৮১টি পরিবারকে মাছচাষে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় ২০৩৫টি পরিবারকে মাছচাষের বিষয়ে একদিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেককে ৫০০টি করে মাছের পোনা দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম জেলা উদ্যান পালন ও ভূমি সংরক্ষণ কার্যালয়ের আধিকারিক জানান, চলতি অর্থবছরে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় জেলার ১২৭০২টি পরিবারকে বিনামূল্যে সব্জীর বীজ, ফলের চারা দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্প উদ্যান প্রকল্পে ৬৪০ টি পরিবারকে বিভিন্ন প্রজাতির ফুলচাষে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। কোকোনাট ডেভেলাপমেন্ট বোর্ড প্রকল্পে জেলার ১০৭টি পরিবারের ৩৩ হেক্টর জমিতে উন্নত প্রজাতির নারিকেল চারা রোপন করা হয়েছে। স্পেশাল ইকোনোমিক ডেভেলাপমেন্ট প্যাকেজে চলতি অর্থবছরে জেলার ১০.২২ হেক্টর জমিতে সুপারীর বাগান করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ৭.৩ হেক্টর জমিতে সুপারীর চারা রোপন করা হয়েছে। এতে ১৪টি পরিবার উপকৃত হয়েছেন।

*****